তারিখ ... ... ... ... ... ... ...

পৃষ্ঠা ... ... ... ... কলাম ... ... ...

ভালো ইংরাজী শিখতে গেলে এক পর্যায়ে idomatic ইংরাজী শিখতে হয়। সে অনেক দূরের কথা। বরঞ্চ বর্তমানে দেশের অনেক ভালো স্কুলের ছেলেমেয়েরা ওই জাতীয় ইংরাজী শিখে বিপদে পড়েছে। তাদের অনেকে ভালো নম্বর পায়নি। কোন একটা বোর্ড নাকি কোন স্কুলকে বলেছে যে, তাদের ছাত্রদের পাকা ইংরাজী বিশ্বাসযোগ্য নয়। ঢাকার ভালো স্কুলসমূহের ছাত্ররা চিন্তিত থাকে যে, তাদের ইংরাজীর খাতা কোথায় যাবে।

দেশের কোন্ স্কুল-কলেজ ভালো, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল দেখেই বোঝা যায়। মেয়েদের একটা স্কুল যেন রত্ন তৈরী করছে। গত উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান শাখায় শ' দেড়েক ছাত্রীর সবাই পাস করেছে। জনপাঁচেক কেবল দ্বিতীয় বিভাগে পাস করেছে। ঢাকা কলেজের দুর্ভোগ হয়েছে রসায়ন শাস্ত্রে। তবে ইংরাজীতে ঐ কলেজের সবাই পাস করবে না কেন? ওখানে সোনার টুকরো ছেলেরা যায়। মোটামুটি ঢাকা নগরীর অনেক স্কুলের ছেলেমেয়েরা রত্নাগর্ভা। তার ওপর তাদের পেছনে তাদের বাবা-মা প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। যে ছেলেমেয়ে রূপোর চাঁদি মুখে নিয়ে জন্মেছে তাদেরতো কথাই নেই, অন্যরাও তাদের সন্তানদের পেছনে প্রচুর চাঁদি ব্যয় করেন, ছেলেমেয়েদের তৈরী করার জন্য।

ভালো স্কুলের ছেলেমেয়েরা সিঁড়ি বেয়ে ঠিকই উঠবে। সাধারণ স্কুলের সাধারণ ছেলেমেয়েদের জন্য একটা বড় রকমের প্রচেষ্টা নেয়া হোক। স্কুলে তৃতীয় বা পঞ্চম শ্রেণী থেকে তাদের ভালো করে ইংরাজী শেখানোর ব্যবস্থা করা হোক, যেন তাদের ইংরাজীর ভিত্ শক্ত হয়। ইংরাজী শেখার অভাবে যেন তাদের জীবন অভিশপ্ত না হয়।

আজকাল অনেককে বলতে শুনি যে, ইংরাজী না জানলে দেশ পিছিয়ে যাবে। তাইতো ভাবনার কথা। ভারতে নাকি প্রচুর ইংরাজীর চর্চা হয়। একবার গিয়ে দেখে আসুন। হিন্দি বেল্ট, এমন কি পশ্চিম বঙ্গ ঘুরে আসুন। হ্যাঁ, ভারতকে ইংরাজী রাখতে হবে। কারণ তারা বহু ভাষাভাষীর দেশ।

আমাদের একটা কুসংস্কার আছে যে, আমরা মনে করি দেশ ইংরাজী না শিখলে পিছিয়ে যাবে। এই বিশ্বাস যদি থাকে তা হলে দূরপ্রাচ্যের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সফল দেশগুলো ঘুরে আসুন—যথা জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ান। এমনকি সিংগাপুর ও হংকং-এ সাধারণ পর্যায়ে মানুষ কতটা ইংরাজী জানে, জেনে আসুন।

আমার সার কথা একটাই। আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের জন্য সবার বেলায় ইংরাজী অপরিহার্য নয়। যাদের মাতৃভাষা ইংরাজী নয়, এমন সব দেশের বেলাই কথাটা সত্যি। তবে আন্তর্জাতিক কারণে ও উচ্চ শিক্ষালাভের ব্যাপারে ইংরাজী সহায়ক। এই কারণে সারাদেশের জন্য ইংরাজীকে আবশ্যকীয় করা ন্যায়সঙ্গত নয়। আর যদি ইংরাজী সবারই শিখতে হবে ও মূঢ়ের মতো মনে করেন যে, প্রথম শ্রেণী থেকেই শিখতে হবে, তবে দেশে ইংরাজীর বিস্তার লাভ ঘটান। জাতির সিদ্ধান্ত নেবার সময় এসেছে দেশের মানুষ কোন্ স্তর থেকে ইংরাজী শিখবে ও কতটা শিখবে। এই নিয়ে বিভ্রান্তির অবকাশ নেই।

বাংলা ভাষা যে উচ্চশিক্ষা ও কাজের মাধ্যম হতে পারে না, ইংরাজী ভাষার প্রেমিকদের এই হীনমন্যতা থেকে দেশকে বাঁচাতে হবে। কার সন্তান ইংরাজী পড়ে আমেরিকায় পাড়ি দিচ্ছে বা দেশে শাঁসালো চাকরি পাচ্ছে, তা সমগ্র জাতির ভাষা কি হবে, তার মানদণ্ড হতে পারে না। একমাত্র আত্মঘাতী জাতি এই পথ বেছে নেবে। এই বিভ্রান্তি থেকে মুক্তি পাওয়া প্রয়োজন। শিক্ষার ও কাজের জগতে আমাদের দেশের আপামর জনসাধারণের জন্য বাংলা ভাষার উপযোগিতাকে মেনে নিয়ে ছেলেমেয়েদের কতটুকু ইংরাজী শেখাতে হবে, তার কথা জাতি বিচার করুক। তবে পরীক্ষায় ইংরাজী ভাষায় পাসের অক্ষমতা থেকে দেশকে বাঁচিয়ে ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানি থেকে দেশকে বাঁচানো প্রয়োজন। দেখবেন দেশ উপকৃত বৈ অপকৃত হবে না।